আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে- তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

সূরা আল ইমরান ৫৬

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ জুলাই ২০২৬ ॥ ০৮ সফর ১৪৪৮ ॥ ০৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৫২ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

পোশাকশিল্পের বিকাশে সব ধরনের সহযোগিতা দেবে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ২ এর পাতায় দেখুন

চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির বার্তা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদই ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে: তথ্যমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শনই বাংলাদেশের সব ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ২ এর পাতায় দেখুন

তফসিল আগস্টে, প্রথম ধাপের ভোট অক্টোবরে : ইসি আনোয়ারুল

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আগামী অক্টোবর থেকেই দেশে ধাপে ধাপে স্থানীয় ২ এর পাতায় দেখুন

দেশে নতুন ১২ মাদক এনেছে চোরাকারবারিরা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন মাদক নিয়ে এসেছে চোরাকারবারিরা। সবচেয়ে বেশি নতুন মাদক এসেছে গত আট বছরে। এই সময়ে দেশে ১২ ধরনের নতুন মাদক প্রবেশ করেছে। এ ছাড়া নতুন আঙ্গিকে হেরোইন ও কোকেনের চালানও এসেছে। মাদকের বিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলেছে সেবনকারীদের প্রবণতাও। আশির দশকের শুরুতে যে প্রজন্ম হেরোইনের নেশায় ডুবে ছিল, তারা পরবর্তী সময়ে ফেনসিডিলে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৮০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত হেরোইন ও ফেনসিডিল সমানতালে জায়গা ধরে রেখেছিল মাদক জগতে। দুটিই নিস্তেজকারক মাদক। একুশ শতকের শুরুতে নতুন মাদক হিসেবে আসে ইয়াবা। তখন মাদকাসক্তরা এতে আসক্ত হয়। এখনও ইয়াবা তার অবস্থান ধরে রেখেছে এবং অন্য মাদকের চেয়ে বেশিদিন রাজত্ব করছে। ২০২১ সাল থেকে ইয়াবার বাজার দখলের চেষ্টা করছে ক্রিস্টাল মেথ বা আইস। ১৯৫০ সাল থেকে বাংলাদেশে কখন কোন মাদকের চালান ঢুকতে শুরু করে, কোন পথে আসছে, কীভাবে আসছে, কোন মাদক কত দিন বাজার ধরে রেখেছে এবং মাদকাসক্তদের নতুন মাদকে ঝুঁকে পড়ার কারণ ও ঘটনা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখে গেছে, ১৯৫০ সাল থেকে স্বাধীনতার পরও এ দেশে প্রধান মাদক ছিল গাঁজা, আফিম, দেশি মদ, ভাং ও তাড়ি। স্বাধীনতার পর গাঁজা ও আফিম উৎপাদন এবং কেনাবেচার জন্য লাইসেন্স নিতে হতো তখনকার সরকারের কাছ থেকে। নির্ধারিত দোকানে বিক্রি করা হতো এ দুই মাদক। স্বাধীনের পর ওইগুলোর সঙ্গে মৃতসঞ্জীবনী সুরা নামে আয়ুর্বেদিক সিরাপ বাজারজাত শুরু হয় বাংলাদেশে। এটিও মাদক। এটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হলেও মাদকের বিকল্প হিসেবে অপব্যবহার হয়। ১৯৭৫ সালের দিকে এটি সরকার বন্ধ করে দেয়। ১৯৮৭ সালে এ দেশে গাঁজা উৎপাদন নিষিদ্ধ এবং ১৯৮৯ সালে বিক্রিও নিষিদ্ধ করা হয়। এর আগে ১৯৮৪ সালে এ দেশে আফিম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। গাঁজা নওগাঁ জেলায় চাষ হতো এবং আফিম আসত ভারত থেকে। ৩ এর পাতায় দেখুন

উজিরপুরে ৫০ লাখ টাকার নিষিদ্ধ জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

উজিরপুর প্রতিনিধি

বরিশালের উজিরপুরে মৎস্য বিভাগের অভিযানে প্রায় ৫০ লাখ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ জাল জব্দ করা হয়েছে। পরে জব্দ করা জালগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। বুধবার (২২ জুলাই) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার হারতা বাজারে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অভিযানে চায়না দুয়ারি জাল, কারেন্ট জাল ও বোডা জাল জব্দ করা হয়। উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে মোট ১৯২টি চায়না দুয়ারি জাল, ১ লাখ ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল এবং ৮৯টি বোডা জাল জব্দ করা হয়। উদ্ধার করা এসব নিষিদ্ধ জালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে হারতা বাজারসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ জালের বেচাকেনা চলছিল। এসব জাল ব্যবহার করে নদ-নদী, খাল-বিল ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মেধা পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন বরিশাল সদর আসনের সংসদ সদস্য অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার -কীর্তনখোলা

বরিশাল: ভরা মৌসুমেও ইলিশ নেই, জালে বড় বড় পাঙাশ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

আষাঢ় বিদায় নিয়ে শ্রাবণ এসেছে। কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টিও হচ্ছে। চলছে ইলিশের ভরা মৌসুম। অথচ এ সময়েও জেলেদের জালে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ। দুই-একটি যা ধরা পড়ছে, তারও দাম সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরে। তবে এই সংকটের মধ্যেও কিছুটা স্বস্তির খবর রয়েছে। গত দুই দিন মেঘনা, কালাবদর, আড়িয়াল খাঁ ও কীর্তনখোলা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়ছে বড় আকারের পাঙাশ। ইলিশের সরবরাহ কম থাকায় ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবীরা এই পাঙাশ দিয়েই বাজারের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছেন। গত সোমবার ও গতকাল মঙ্গলবার নগরের পোর্ট রোড মোকামে গিয়ে ইলিশের সরবরাহ খুবই কম দেখা গেছে। যাও আছে তার দাম চড়া। বিভিন্ন জায়গায় ৫ কেজি থেকে শুরু করে ১০ কেজি পর্যন্ত পাঙাশ উঠতে দেখা গেছে। ৫ কেজির একটি পাঙাশ বিক্রেতা রজব আলী কেজিপ্রতি হাঁকালেন ৭৫০ টাকা। পাশের ৭ কেজির একটি পাঙাশ চাইলেন ৯০০ টাকা কেজি। বিক্রেতারা জানালেন, বর্ষা আর পানি ওঠায় পাঙাশ ধরা পড়া শুরু করেছে। সাধারণ মানুষ ইলিশ না পেয়ে খুশিমনে পাঙাশ নিচ্ছেন। আবার দুই-তিনজন মিলে ভাগে একটি বড় পাঙাশ কিনে নিচ্ছেন। এমন একজন ক্রেতা মশিউর দিপু জানান, তাঁরা তিনজনে ২ এর পাতায় দেখুন

নামমাত্র সংস্কারে শিক্ষা প্রকল্পের ১৫ লাখ টাকা লুটপাটের অভিযোগ

নেছারাবাদ প্রতিনিধি

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)-এর আওতায় 'এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি' প্রকল্পের কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য বরাদ্দকৃত প্রায় ১৫ লাখ টাকার বিপরীতে নামমাত্র কাজ করে পুরো বিল উত্তোলনের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এলজিইডির দেওয়া প্রত্যয়নপত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের দাবি, এলজিইডির প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ করার কথা থাকলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সামান্য প্লাস্টার, চুনকাম এবং কয়েকটি বেঞ্চ ও ফ্যান সরবরাহ করেই কাজ শেষ দেখানো হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে নাগরিক ভাবনায় বক্তব্যে রাখেন বিসিসি প্রশাসক অ্যাড. বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন -কীর্তনখোলা

ফের পেছাল বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের তালিকায় আবারও পিছিয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সে মধ্য-বছরের হালনাগাদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নেমে এসেছে ৯৭তম স্থানে। জানুয়ারি ২০২৬-এর তুলনায় দেশটি দুই ধাপ পিছিয়েছে। একই অবস্থানে রয়েছে উত্তর কোরিয়াও। লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স মঙ্গলবার তাদের ওয়েবসাইটে সর্বশেষ সূচক প্রকাশ করে। বিশ্বের ১৯৯টি দেশের পাসপোর্ট এবং ২২৭টি সম্ভাব্য ভ্রমণ গন্তব্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে এ সূচক তৈরি করা হয়েছে। ২ এর পাতায় দেখুন

আ.লীগ মেয়রের নাম বদলে হুইপের নামে বিদ্যালয়ের নামকরণের প্রস্তাব

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বরগুনার পাথরঘাটায় আওয়ামী লীগ নেতার নামে থাকা একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে বরগুনা-২ আসনের বিএনপির এমপি ও সরকারদলীয় হুইপ নূরুল ইসলাম মনির নামে করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বুধবার (২২ জুলাই) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। চিঠির তথ্যানুযায়ী, বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার আনোয়ার হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম নাম পরিবর্তন করে 'নূরুল ইসলাম মনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়' রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বলা হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিদ্যমান 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান ২ এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনে কাঁপছে দিল্লি চাপের মুখে মোদি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

পরীক্ষাসংক্রান্ত কেলেঙ্কারির পর জবাবদিহি ও সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ভারতের পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় এমপিদের সমর্থন পাওয়ার পর আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বুধবার নয়াদিল্লির প্রতিবাদস্থলে অনলাইন ভিত্তিক ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) আন্দোলনে সমর্থকদের বিশাল জমায়েত দেখা গেছে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার আর শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলেও এখন তা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগের দাবিতে রূপ নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-ভিত্তিক আন্দোলন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতৃত্বে ভারতজুড়ে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদ ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর তার সরকারের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দিল্লি থেকে ফরাসি বার্তা সংস্থা ২ এর পাতায় দেখুন

এফএসআরইউতে ক্রটি, জাতীয় গ্রিডে কমেছে গ্যাস সরবরাহ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশের একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) কারিগরি ক্রটির কারণে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) গ্যাস সরবরাহ কমে গেছে। এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা স্টেশনসহ ২ এর পাতায় দেখুন

রুম থেকে আসছিল তীব্র দুর্গন্ধ, দরজা ভেঙে মিললো ববি শিক্ষার্থীর মরদেহ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী উচ্ছ্বাস কর্মকারের অর্ধগলিত ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২১ জুলাই) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন খালপাড় এলাকায় একটি মেসের কক্ষ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন ধরে উচ্ছ্বাসের কক্ষটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার রাতে সেখান থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করলে মেসের অন্য বাসিন্দারা বিষয়টি পুলিশকে জানায়। পরে বন্দর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি, ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. গাজী মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, প্রক্টরিয়াল টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে উচ্ছ্বাসকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। বরিশাল বন্দর থানার উপ-পরিদর্শক ২ এর পাতায় দেখুন

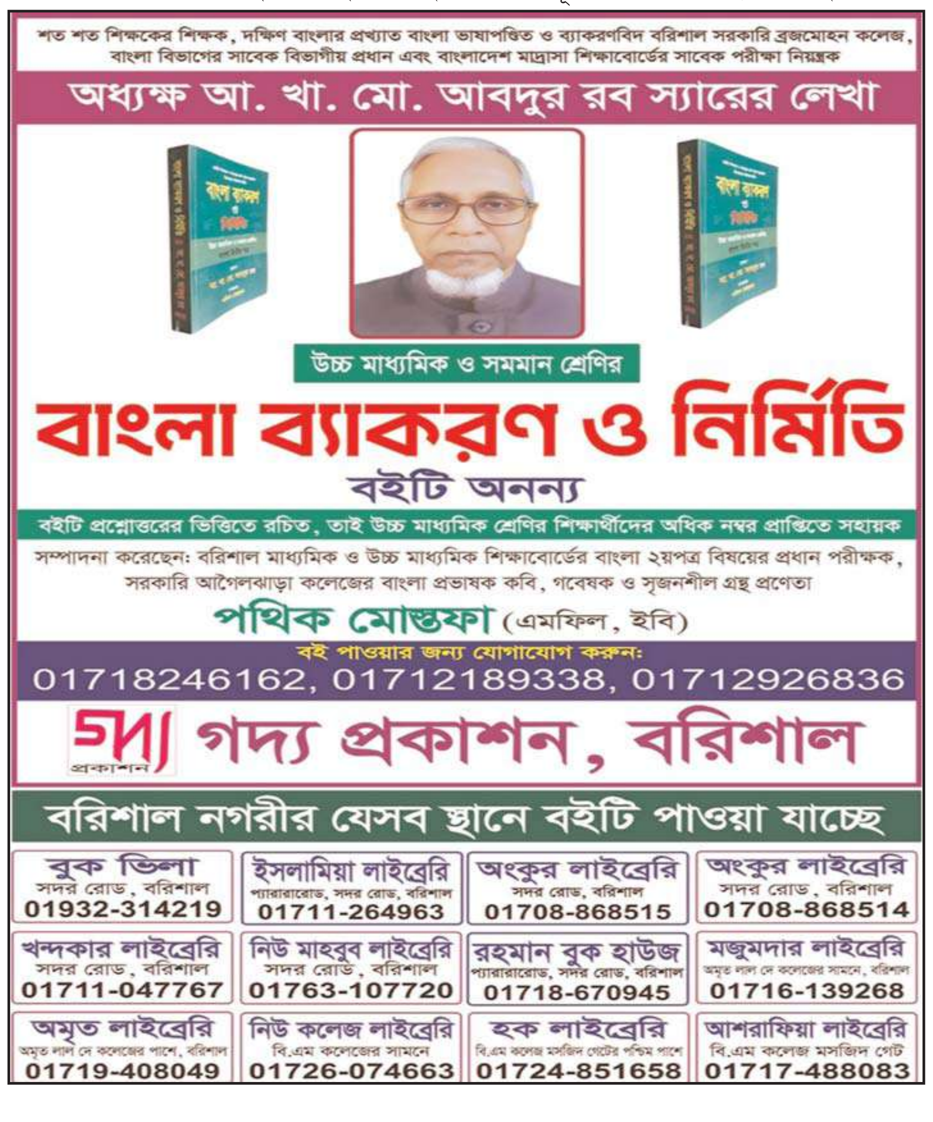

ঝালকাঠিতে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু, উচ্চ ঝুঁকিতে ৭ এলাকা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠিতে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। প্রতিদিনই নতুন রোগী শনাক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। সংক্রমণ বেশি থাকায় জেলা শহরের সাতটি এলাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিনই নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য বিভাগ জেলা শহরের কাটপট্টি, বান্দা ঘাট, বাঁশপট্টি, কলাবাগান, স্টেশন রোড, সিটি পার্ক ও ফকির বাড়ি এলাকাকে ডেঙ্গুর উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসব এলাকায় মশক নিয়ন্ত্রণ, লার্ভা ধ্বংস এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ২ এর পাতায় দেখুন

'জুলাই ছিলো আগুনমাখা, জুলাই ছিলো রক্ত'

মৌমিতা বিনতে মিজান

জুলাই কর্নার

২৩ জুলাই ২০২৪। এই দিনে শেখ হাসিনা সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাপন জারি করে। নতুন প্রজ্ঞাপনে সরকারি চাকরিতে ৯৩ শতাংশ পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং বাকি ৭ শতাংশ কোটা (মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের সন্তান ৫%, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ১% এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ ১%) নির্ধারণ করা হয়। তবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন"-এর একটি পক্ষ ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

ওষুধ বাণিজ্যে নৈরাজ্য

ওষুধ জনস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অন্য বাজারি পণ্যের মতো ওষুধ খাতেও বিরাজ করছে সীমাহীন নৈরাজ্য। মানহীন, মেয়াদোত্তীর্ণ, নকল ওষুধে বাজার সয়লাব। রয়েছে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য। জীবন রক্ষাকারী বহু ওষুধের উচ্চমূল্য নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। এসব অনিয়ম রোধে আইন থাকলেও মাঠ পর্যায়ে তেমন প্রয়োগ নেই। ফলে যে ওষুধের ওপর জীবন বাঁচানোর কথা, অনেক সময় সেই ওষুধই মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছে। প্রতিবেদনের প্রথম পর্বে বলা হয়েছে, ওষুধের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো সরিয়ে ফেলার কথা, কিন্তু অতি মুনাফার লোভে দোকানিরা সেগুলো দেদার বিক্রি করছেন। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামেও একই চিত্র। শুধু তা-ই নয়, অপারেশন থিয়েটারেও মিলেছে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ। খবরে বলা হয়েছে, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সেবনের ফলে মৃত্যুও হয়েছে। জানা গেছে, দেশে নিবন্ধিত ফার্মেসির সংখ্যা দুই লাখ ৩৫ হাজারের বেশি, কিন্তু অনিবন্ধিত ফার্মেসি রয়েছে ৫০ হাজারের বেশি। মাঝেমধ্যে এসবের বিরুদ্ধে অভিযান হলেও, তবে নামমাত্র জরিমানা করা হয়। এতে কাজের কাজ হয় না। ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই, ক্যান্সারের ওষুধের কাঁচামাল আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট শূন্য করেছে সরকার, অথচ বাজারে ওষুধের দাম কমেনি, যদিও এই ছাড়ের ফলে ওষুধের দাম ১৪ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। অন্যদিকে প্রতিবছর নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় পৌনে দুই লাখ মানুষ। দুরারোগ্য ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে গিয়ে বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। তৃতীয় পর্বে বলা হয়েছে, আইন অনুযায়ী প্রেসক্রিপশনভিত্তিক ওষুধের প্রচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তবে এ ওষুধ কোম্পানিগুলো বেছে নিয়েছে অনৈতিক বিপণন কৌশল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা চিকিৎসকদের দামি উপহার দিচ্ছেন, বিনিময়ে প্রেসক্রিপশনে যুক্ত হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় উচ্চমূল্যের ওষুধ, যা শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগী রোগীর কাঁধেই বর্তায়। গতকাল শেষ পর্বে বলা হয়েছে, এত এত অনিয়ম থাকলেও শাস্তির নজির নেই বললেই চলে। ২০২৩ সালে প্রণীত ওষুধ ও কসমেটিকস আইনে নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বিপণনে সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু আইনটি কার্যকর হওয়ার আড়াই বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত এই আইনে কাউকে দণ্ড দেওয়া হয়নি। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক আকতার হোসেন বলেন, প্রতিবছর ওষুধের মান যাচাই হয়, কিন্তু এই সংখ্যা খুব কম। বিষয়টি সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অবগত থাকলেও পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে না। কারণ পর্যাপ্ত লোকবল নেই। দেশের ওষুধশিল্প আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতীয় চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশই মিটিয়ে থাকে দেশীয় খাত। অভ্যন্তরীণ বাজার ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি। আমাদের ওষুধ এখন রপ্তানিও হচ্ছে। কথা হলো, তার পরও এই খাতে এত নৈরাজ্য কেন? আমরা মনে করি, ওষুধ খাতে অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা রোধে ঔষধ প্রশাসনের আরো কার্যকর ভূমিকা নেওয়া দরকার। লোকবল বাড়িয়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। জীবন রক্ষাকারী ওষুধ নিয়ে যেকোনো ধরনের অপতৎপরতা বন্ধে এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

তফসিল আগস্টে, প্রথম ধাপের

সরকার নির্বাচন আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর অংশ হিসেবে চলতি জুলাই বা আগস্টের মধ্যেই প্রথম ধাপের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। বুধবার (২২ জুলাই) বিকেলে ইসি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, যেসব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধি নেই এবং যেগুলোর আইনি মেয়াদ ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, সেগুলোকে প্রথম ধাপে নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্থানীয় পর্যায়ের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনবোধে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন একই সঙ্গে আয়োজন করা হতে পারে। তবে প্রবাসী ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা আপাতত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে থাকছে না। এছাড়া প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত না হলেও আদালতের নির্দেশনা ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রস্তাবিত আইন সংশোধনের কারণে নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি স্পষ্ট জানান, বিদ্যমান আইনেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব। জাতীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্পষ্টতা দূর করতেই কিছু পর্যবেক্ষণসহ সংশোধনের প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে। সংশোধিত আইন কার্যকর হলে সে অনুযায়ী, নতুবা বিদ্যমান আইনেই সময়মতো ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কমিশন ইতোমধ্যে নির্বাচনী আচরণবিধির পর্যালোচনার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিগগিরই আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। একই সঙ্গে স্থানীয় নির্বাচনে সহিংসতা এড়াতে কঠোর নজরদারির পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসকদের ভোটে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিদ্যমান আইনি অস্পষ্টতাও কমিশন দূর করবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি।

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদই

নৃগোষ্ঠী ও জনগোষ্ঠীকে ধারণ করে গড়ে ওঠা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় পরিচয়। এই দর্শন দেশের ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিককে সমানভাবে জাতীয় পরিচয়ের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ ?বুধবার ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আয়োজিত 'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ?মন্ত্রী বলেন, ভারত উপমহাদেশে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও কেবল ধর্মের ভিত্তিতে একটি বহুমাত্রিক রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়নি। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাস সেই বাস্তবতারই প্রতিফলন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ও নেতৃত্ব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রমাণিত অধ্যায়। স্বাধীনতার পর জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নে নতুন বাস্তবতা তৈরি হলে জিয়াউর রহমান নাগরিকভিত্তিক বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন উপস্থাপন করেন, যা দেশের সব নাগরিককে একটি অভিন্ন জাতীয় পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ?জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক, তিনি যে ভাষায় কথা বলুন, যে ধর্ম পালন করুন কিংবা যে নৃগোষ্ঠীরই হোন না কেন, বাংলাদেশি পরিচয়ের মধ্যেই তাঁর মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত হয়। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয়তাবাদ দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সংহতি ও বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। মন্ত্রী আরও বলেন, 'আধুনিক বিশ্বে জাতীয়তাবাদ কেবল ভাষা, ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে নয়, বরং একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের অভিন্ন স্বার্থ, ভূখণ্ড, সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং যৌথ ভবিষ্যৎ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদও সেই আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন, যেখানে কোনো ভাষা বা সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্য ভাষা বা সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ?মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সব ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৃগোষ্ঠীর পরিচয়কে সম্মান ও ধারণ করেই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছে। এই দর্শনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে সমানভাবে বাংলাদেশের অংশ হিসেবে অনুভব করতে পারেন। ?ইউট্যাব, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান হামিদ। প্রধান আলোচক ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রইস উদ্দীন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউট্যাব, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নাসির আহমাদ।

চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের

রহমান। বৈঠকগুলোতে তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতি বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার মূল দিকনির্দেশক হবে বলে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন খলিলুর রহমান। বুধবার (২২ জুলাই) ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম (এআরএফ) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের সাইডলাইনে এসব বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এসময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এসব জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, এই বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি ও যোগাযোগ সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিস্তৃত পরিসর নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া হয় যে, 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতি বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ককে পথ দেখাবে। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই'র সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে উভয় পক্ষ অভিন্ন ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশ-চীন কমিউনিটি যৌথভাবে গড়ে তুলতে ব্যাপক সহযোগিতামূলক অংশীদারত্ব এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের প্রত্যাবাসন, মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট করিডোর, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং জ্বালানি সহযোগিতার বিষয়ে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা করেন। বাংলাদেশ-রাশিয়া দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের সময়, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান। উভয় পক্ষই জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত হয়েছে। পরে বিকেলে মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট মার্কো রুবিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও-কে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৩৩তম আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অ্যামিটি অ্যান্ড কো-অপ্রিয়ন চুক্তির ৫০তম বার্ষিকীতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

পোশাকশিল্পের বিকাশে সব

তারেক রহমান। এ খাতের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেন তিনি। বুধবার (২২ জুলাই) বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি ব্যবসায়ীদের এ আশ্বাস দেন। বৈঠকে বিজিএমইএ প্রতিনিধিরা পোশাকশিল্পের বিদ্যমান নানান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। পাশাপাশি খাতটির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য কয়েকটি দাবি ও প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী মনোযোগ দিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের বক্তব্য শোনেন এবং যেসব সমস্যা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব, সেগুলো নিরসনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অন্য বিভাগগুলোর সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধানে সরকার এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। এগুলোর অনেকগুলোই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা। তবে যেসব সমস্যা এখনই সমাধান করা যায়, সেগুলোতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি তৈরি পোশাকশিল্পের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সরকারপ্রধান বলেন, পোশাকশিল্পের বিকাশে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ উন্নয়ন সম্পন্ন হলে দেশের অর্থনীতিতে আরও গতি আসবে এবং বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে যাবে। আমরা এ শিল্পের টেকসই উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করছি। ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার এবার ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করেছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিজিএমইএ নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, পোশাকশিল্পের বিকাশে যা যা করা প্রয়োজন, সরকার তা-ই করবে। ব্যবসায়ীদের সমস্যার সমাধান করাও আমাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বৈঠক শেষে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। বিজিএমইএ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনটির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান।

জুলাই ছিলো আগুনমাখা

এই প্রজ্ঞাপনকে অপর্যাপ্ত আখ্যা দিয়ে তাদের '৯ দফা' দাবিতে আন্দোলন ও শাটডাউন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। ২৩ জুলাই রাতের দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের নির্দিষ্ট কিছু জরুরি সেবা, ব্যাংক ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম খাতকে প্রাধান্য দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত পরিসরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পুনরায় চালু করা হয়। কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সহিংসতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় নির্বাহী আদেশে দেশজুড়ে চলমান সাধারণ ছুটি আরও একদিন (২৩ জুলাই, মঙ্গলবার) বাড়ানো হয়। কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা, ভাঙচুর ও রাষ্ট্রীয় স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাজধানীসহ সারাদেশে ব্যাপক 'চিরুনি অভিযান' ও গণগ্রেপ্তার অব্যাহত রাখে।

ঝালকাঠিতে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে

ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ২৬ জন, নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনজন এবং রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১১ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন। প্রতিদিনই নতুন রোগী ভর্তি হওয়ায় হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ বাড়ছে। ঝালকাঠি শহরের কলাবাগান ও ফকির বাড়ি এলাকার দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী নারী এবং আগে থেকে দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। সময়মতো চিকিৎসা না নিলে রক্তক্ষরণ, রক্তচাপ হঠাৎ কমে যাওয়া, শক সিনড্রোম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়াসহ প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি শহরের কলাবাগান এলাকার এক ডেঙ্গু রোগীর বড় ভাই আবদুল জলিল বলেন, প্রথমে সাধারণ জ্বর মনে করে ফার্মেমি থেকে ওষুধ খেয়েছিল। পরে পরীক্ষা করে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এখন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। আমাদের বাসার কাছেই এক শিশু ডেঙ্গুতে মারা গেছে। এজন্য ভয় ও আতংক আরও বেশি। ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. আবুয়াল হাসান বলেন, চলতি মৌসুমে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। জ্বর, মাথাব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, শরীর ব্যথা, বমি বা অতিরিক্ত দুর্বলতা দেখা দিলে দ্রুত ডেঙ্গু পরীক্ষা করানো উচিত। কোনোভাবেই জ্বরকে অবহেলা করা যাবে না। তিনি বাসাবাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ফুলের টব, টায়ার, ডাবের খোসা কিংবা যে কোনো পাত্রে জমে থাকা পানি নিয়মিত অপসারণ এবং মশার বংশবিস্তার রোধে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মাসুম ইফতেখার বলেন, ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ায় হাসপাতাল সর্বোচ্চ প্রস্তুত রয়েছে। রোগীদের চিকিৎসায় পৃথক ওয়ার্ড, প্রয়োজনীয় শয্যা ও চিকিৎসাসামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিভিল সার্জন মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে শুধু স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সাধারণ মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। একইসঙ্গে সচেতনতামূলক প্রচারণা, লার্ভা ধ্বংস এবং রোগী শনাক্তে কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। তিনি জ্বর হলে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করানোর এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন না করার আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা। তাই প্রতি সপ্তাহে অন্তত এক দিন বাড়ির ভেতর ও আশপাশে জমে থাকা পানি পরিষ্কার করা, মশারি ব্যবহার, পূর্ণ হাতা পোশাক পরিধান এবং ব্যক্তিগত সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেঙ্গুর বিস্তার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ফের পেছাল বাংলাদেশের

কোনো দেশের নাগরিক আগাম ভিসা ছাড়াই বা ভিসা অন অ্যারাইভাল সুবিধায় কতটি দেশে প্রবেশ করতে পারেন, সেটিই এই সূচকের মূল ভিত্তি। সর্বশেষ সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীরা বর্তমানে আগাম ভিসা ছাড়াই বা ভিসা অন অ্যারাইভাল সুবিধায় বিশ্বের ৩৫টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। জানুয়ারি ২০২৬ এবং ২০২৫ সালের সূচকে এ সংখ্যা ছিল ৩৭। অর্থাৎ ছয় মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশ দুইটি ভিসামুক্ত বা সহজ ভিসা সুবিধার গন্তব্য হারিয়েছে। তবে ভিসামুক্ত দেশের সংখ্যা কমলেও ২০২৫ সালের মধ্য-বছরের সূচকের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান তিন ধাপ উন্নত হয়েছে। গত বছরের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০০তম। জানুয়ারি ২০২৬-এ সেটি উন্নীত হয়ে ৯৫তম হলেও জুলাইয়ের হালনাগাদ তালিকায় আবার দুই ধাপ পিছিয়ে ৯৭তম স্থানে নেমে এসেছে। সম্পূর্ণ ভিসামুক্ত সুবিধা পায় ১৭ দেশ ও অঞ্চলে। এই দেশগুলোতে ভ্রমণের জন্য আগে থেকে কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই এবং বিমানবন্দরে নেমেও কোনো ভিসার আবেদন করতে হয় না। সরাসরি পাসপোর্ট ও রিটার্ন টিকিট নিয়ে প্রবেশ করা যায়। সেগুলো হলো রুয়ান্ডা, বাহামাস, বার্বাডোজ, দ্য জাম্বিয়া, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, ডমিনিকা, গ্রেনাডা, হাইতি, জ্যামাইকা, মন্টসেরাট, কুক আইল্যান্ডস, ভানুয়াতু, ফিজি, কিরিবাতি, মাইক্রোনেশিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডিনস ও ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো। অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা পায় ১৪ দেশে। এই দেশগুলোতে পৌঁছানোর পর সেখানকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বা সীমান্ত ইমিগ্রেশন কাউন্টার থেকে সরাসরি ভিসা সংগ্রহ করতে হয় (কিছু দেশ এর জন্য নির্দিষ্ট ফি নিয়ে থাকে)। দেশগুলো হলো ভুটান, বুরুন্ডি, মালদ্বীপ, নেপাল, কম্বোডিয়া, তিমুর-লেস্তে, কোমোরোস দ্বীপপুঞ্জ, জিবুতি, গিনি-বিসাউ, মাদাগাস্কার, সিয়েরা লিওন, নিউই, সামোয়া ও টুভ্যালু। এছাড়া ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন সুবিধা পাওয়া যায় শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, সেশেলস (ভিজিটরস পারমিট) ও সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস। এই চার দেশে যাওয়ার আগে অনলাইনে একটি ফ্রি বা স্বল্প খরচের 'প্রাক-ভ্রমণ অনুমোদন' বা ইটিএ ফরম পূরণ করে অনুমতি নিতে হয়। এটি কোনো প্রথাগত কনসুলার ভিসা নয়, তবে বোর্ডিংয়ের আগে এটি বাধ্যতামূলক। তার মধ্যে সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডিনস-এর অফিশিয়াল ইমিগ্রেশন বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশি সাধারণ পাসপোর্টধারীদের জন্য প্রি-এন্ট্রি ভিসা বাধ্যতামূলক। দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটি বিভাগের অফিশিয়াল সার্কুলার অনুযায়ী, বাংলাদেশসহ নির্দিষ্ট ১২টি দেশের নাগরিকদের সেখানে পৌঁছানোর আগে সেন্ট ভিনসেন্টের মিনিস্ট্রি অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি থেকে প্রি-এন্ট্রি ভিসা অনুমোদন নিয়ে যেতে হয়। এবারের সূচকে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে ৯৭তম অবস্থানে রয়েছে উত্তর কোরিয়া। ২০২৫ সালের সূচকে উত্তর কোরিয়ার অবস্থান ছিল ৯৯তম। সর্বশেষ হালনাগাদে দেশটির অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়েছে এবং দুই দেশ একই কাতারে এসেছে। সর্বশেষ জুলাই ২০২৬-এর আপডেট অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়ার পাসপোর্ট দিয়ে মোট ৩৫টি দেশে কোনো অগ্রিম ভিসা ছাড়া (সম্পূর্ণ ভিসামুক্ত এবং ভিসা অন অ্যারাইভাল মিলিয়ে) প্রবেশ করা যায়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ ভিসামুক্ত দেশের সংখ্যা প্রায় ৮ থেকে ১০টি। বাকি প্রায় ২৫ থেকে ২৭টি দেশে উত্তর কোরিয়ার নাগরিকরা ভিসা অন অ্যারাইভাল বা পৌঁছানোর পর ভিসা নেওয়ার সুবিধা পান। গত কয়েক বছরের তথ্য পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের অবস্থানে ওঠানামার প্রবণতা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৮তম। এরপর ২০২১ সালে নেমে যায় ১০৮তম স্থানে। ২০২২ সালে অবস্থান হয় ১০৩তম এবং ২০২৩ সালে ১০১তম। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ আবার ৯৭তম স্থানে উঠে আসে। ২০২৫ সালে অবস্থান নেমে যায় ১০০তমে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে উন্নতি হয়ে ৯৫তম হলেও জুলাইয়ে তা আবার ৯৭তম হয়েছে। এবারের সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের মর্যাদা ধরে রেখেছে সিঙ্গাপুর। দেশটির নাগরিকরা আগাম ভিসা ছাড়াই বিশ্বের ১৯২টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এসব দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত বা সহজ প্রবেশযোগ্য গন্তব্য ১৮৮টি। তৃতীয় স্থানে রয়েছে সুইডেন, যার পাসপোর্ট দিয়ে ১৮৭টি দেশে ভ্রমণ করা যায়। চতুর্থ স্থানে রয়েছে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও স্পেন। এসব দেশের নাগরিকরা ১৮৬টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়াই যেতে পারেন। পঞ্চম স্থানে রয়েছে অস্ট্রিয়া, গ্রিস, মাল্টা, পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ড। এসব দেশের নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে ১৮৫টি গন্তব্য। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য। সপ্তম স্থানে আছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র, লাটভিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ও স্লোভেনিয়া। অষ্টম স্থানে রয়েছে ক্রোয়েশিয়া ও এস্তোনিয়া। নবম স্থানে লিচেনস্টেইন ও লিথুনিয়া এবং দশম স্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র।

নামমাত্র সংস্কারে শিক্ষা

কিছু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন দোকান থেকে ভুয়া রসিদ সংগ্রহ করে বিল প্রস্তুত করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে অর্থ উত্তোলনের পাঁয়তারা করছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, ৭১ নম্বর বিশাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ লাখ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মাত্র ৬ জোড়া বেঞ্চ, একটি ফ্যান ও সামান্য রঙের কাজ হয়েছে। একই চিত্র জগন্নাথকাঠি, বাটনতলা ও ২১ নম্বর স্বরূপকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও। অন্যদিকে, ১৩৯ নম্বর দক্ষিণ করফা গয়েশকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বরাদ্দ থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনো কাজ শুরু হয়নি। অথচ ওই বিদ্যালয়ের বিলও জমা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ করফা গয়েশকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম অবশ্য দাবি করেন, পুরোনো ভবনের বদলে নতুন ভবনে কাজ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিল দেওয়া হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী বিকাশ চন্দ্র দাস অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "কাজের মান যাচাই করেই প্রত্যয়ন দেওয়া হয়েছে। তবে একটি বিদ্যালয়ের প্রত্যয়ন এখনো দেওয়া হয়নি।" উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মাইনুল হোসেন জানান, এলজিইডির প্রত্যয়ন পাওয়ার পরই বিল পরিশোধ করা হয়। তবে দক্ষিণ করফা গয়েশকাঠি বিদ্যালয়ের কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় তাদের বিল আটকে রাখা হয়েছে। স্থানীয়রা এই অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এফএসআরইউতে ত্রুটি

বিভিন্ন গ্রাহক গ্যাস সংকটে পড়েছেন। কোথাও কোথাও সিএনজি স্টেশনে দীর্ঘ সারি ও সাময়িক জনদুর্ভোগেরও সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার (২২ জুলাই) সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মনির হোসেন চৌধুরী। তিনি বলেন, কারিগরি সমস্যার কারণে সংশ্লিষ্ট এফএসআরইউ থেকে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। ফলে জাতীয় পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে কিছু এলাকায় গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় সিএনজি স্টেশনগুলো প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্যাস গ্রহণ করতে পারছে না। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এফএসআরইউটির কারিগরি সমস্যা দ্রুত সমাধানে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিশেষজ্ঞরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন। একই সঙ্গে সীমিত সরবরাহের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জরুরি ও অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, বর্তমান সংকটের তাৎক্ষণিক কারণ এফএসআরইউর কারিগরি ত্রুটি হলেও দীর্ঘদিনের আমদানিনির্ভরতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। অতীতে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেওয়ায় আমদানি করা এলএনজির ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। ফলে আমদানি অবকাঠামোর কোনো অংশে সমস্যা দেখা দিলে জাতীয় গ্যাস সরবরাহব্যবস্থা চাপের মুখে পড়ে। 'আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বাড়াতে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে ১০০টি কূপ খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্থলভাগ ও সমুদ্র এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধান জোরদারে অনশোর ও অফশোর মডেল পিএসসির আওতায় দরপত্র আহ্বান এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে অনুসন্ধান, কূপ খনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া হওয়ায় সংকটের স্থায়ী সমাধান সময়সাপেক্ষ।' তিনি আরও বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে সরকারের চলমান উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে চতুর্থ এফএসআরইউ স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান, মালয়েশিয়া থেকে আইএসও ট্যাংকের মাধ্যমে এলএনজি আমদানির সম্ভাব্যতা যাচাই, ভোলার গ্যাস মূল ভূখণ্ডে আনার জন্য পাইপলাইন ও অন্যান্য পরিবহনব্যবস্থা পর্যালোচনা, দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রে নতুন কূপ খনন ও পুরোনো কূপের ওয়ার্কওভার এবং জ্বালানি আমদানির উৎস ও সরবরাহ অবকাঠামোর বহুমুখীকরণ।

আ.লীগ মেয়রের নাম বদলে

নীতিমালা-২০২২ (সংশোধিত-২০২৩)' অনুসরণ করে সরেজমিনে পরিদর্শন করে তথ্য ও সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। জানা গেছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল 'আনোয়ার হোসেন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। ২০২০ সালের নাম পরিবর্তন করে 'আনোয়ার হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নামকরণ করা হয়। আনোয়ার হোসেন আকন পাথরঘাটা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। বরগুনা জেলা বিএনপি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গত ২৪ মে দিবাগত রারে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

রুম থেকে আসছিল তীব্র দুর্গন্ধ, দরজা

(এসআই) সাইফুল ইসলাম বলেন, মরদেহের অবস্থা দেখে ধারণা করা হচ্ছে, অন্তত দুইদিন আগে তার মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। আত্মহত্যা কি না, সেটিও তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। তিনি জানান, উচ্ছ্বাস খুলনার বাসিন্দা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন ভোলা রোডের শশী ভিলার মেসের কক্ষে একাই থাকতেন।

আন্দোলনে কাঁপছে দিল্লি

এএফপির প্রতিনিধিরা বলেছেন, দেশটির শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারীরা রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত যন্তর মন্তর ছাড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং সেখানে বুধবার কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটেছে। বিক্ষোভকারীরা বর্তমানে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন। উপস্থিত সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মাঝে সিজিপির মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা যন্তর মন্তর ছাড়ব না। ''যে দেশে মানুষ প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছিল, যে দেশে সরকারের সমালোচনা করাকে দেশদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য করা হতো; আমরা এখন সেই দেশকে জাগিয়ে তুলেছি।'' বেশিরভাগ তরুণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন মঙ্গলবার দেশটির বিরোধী দলগুলোর কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার পর নরেন্দ্র মোদির সরকারের জন্য ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে। আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ওই দিন দেশটির বিরোধী দলগুলো প্রধানমন্ত্রী মোদির বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। দেশটির বিরোধীদল কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা রাহুল গান্ধী সোমবার লাখ লাখ আন্দোলনকারীর ওপর পুলিশের চালানো দমনপীড়নের জন্য সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি তোলেন। ৫৬ বছর বয়সী রাহুল গান্ধীকে মঙ্গলবার প্রতিবাদস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দুই ঘণ্টা আটকে রাখে পুলিশ। বুধবার কালো পোশাক পরে পার্লামেন্টে উপস্থিত হয়ে সরকারের কাছে জবাবদিহি দাবি করেছেন তিনি। বিরোধী সমাজবাদী পার্টি পার্লামেন্ট চত্বরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। সেখানে দলটির নেতা অখিলেশ যাদব বলেছেন, ভারতের প্রত্যেক তরুণের ওপর প্রভাব ফেলছে, এমন একটি বিষয়ে নরেন্দ্র মোদি নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

বরিশাল: ভরা মৌসুমেও ইলিশ

একটি ৭ কেজি ওজনের পাঙাশ কিনেছেন। কেজি নিয়েছে ৮০০ টাকা। দাম চড়া হলেও স্থানীয় নদীর পাঙাশ তাই কিনলেন। নগরের পোর্ট রোডের আড়তদার নাসির উদ্দিন বলেন, এই বর্ষাতেও মোকামে ইলিশ খুবই কম। তবে বড় পাঙাশ ওঠা শুরু করেছে। প্রতিটি ৬ থেকে ৭ কেজি হতে পারে। ইলিশ সরবরাহের বিষয়ে মৎস্য ব্যবসায়ী নাসির বলেন, মঙ্গলবার বরিশাল পোর্ট রোড মোকামে ৫০ মণের মতো ইলিশ উঠেছে। ১ কেজি সাইজের ইলিশ ২৮০০ টাকা বিক্রি হয়েছে। একইভাবে এলসি (৮০০-৯০০ গ্রাম) সাইজের ইলিশ কেজিপ্রতি ২৪০০ টাকা এবং হাফ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হয়েছে ২০০০ টাকা কেজিতে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইলিশের সংকট নিয়ে চিন্তিত মৎস্য অধিদপ্তরও। যে কারণে এটি খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন স্পটে গবেষণা চালাচ্ছে। জেলেরা বেশ হতাশ ইলিশের দেখা না মেলায়। মেহেন্দীগঞ্জের মেঘনা ঘেরা উলানিয়ার জেলে তোফায়েল হোসেন বলেন, বর্ষা শুরু হয়েছে, নদীতে পানিও আছে। কিন্তু ভরা মৌসুমেও ইলিশ তেমন একটা পাচ্ছেন না। গত এক সপ্তাহে অল্প কিছু ইলিশ পেয়েছেন। এভাবে চললে দাদনের চাপে পিষ্ট হতে হবে। কালাবদর নদীতে মাছ ধরেন সদর উপজেলার চন্দ্রমোহনের টুমচরের জেলে রিয়াজ হোসেন। তিনি বলেন, কয়েক দিনে দুটি বড় পাঙাশ পেয়েছেন। ইলিশ পেয়েছেন অল্প কিছু। তাঁর মতে, পাঙাশ আরও কিছু পেলে ইলিশের সংকট এই মাছ দিয়ে মেটানো যাবে। কারণ, নদীর এই পাঙাশের চাহিদাও বেশি। হিজলা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম বলেন, তাঁর আওতাধীন হিজলার মেঘনায় দুই বছর ধরে পাঙাশের পোনা ধরার চাঁই ও সুতার তৈরি নাইলন বড়শি নদী থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তা ছাড়া নজরদারি রাখায় নদীতে পাঙাশের আধিক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি বলেন, সাধারণত শীতকালে কিছু পাঙাশ পাওয়া গেলেও এবার বর্ষাতেও পাঙাশ ধরা পড়ছে জেলেদের জালে। দুই দিন ধরে জেলেরা নৌকায় করে দুই-তিনটা করে বড় আকারের পাঙাশ ধরে আনছেন। এই অভিযান ও নজরদারি অব্যাহত থাকলে মেঘনায় দেশীয় মাছের প্রাচুর্য আরও বাড়বে এবং নদীতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ড. হাদিউজ্জামান বলেন, ইলিশ নদীতেও পায় না, মানুষ কিনেও খেতে পারছে না। কেন ভরা মৌসুমেও ইলিশ কম তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, এখন বৃষ্টির কারণে কিছু পাঙাশ ধরা পড়ছে। তবে বেশি পাঙাশ ধরা পড়ে নভেম্বরে; শীতের শুরুতে।

উজিরপুরে ৫০ লাখ টাকার

ও উন্মুক্ত জলাশয়ে নির্বিচারে মাছ ও মাছের পোনা আহরণ করা হচ্ছিল। ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন, জলজ জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। অভিযান চলাকালে বাজারে মজুত ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ জাল জব্দ করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয় এবং ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ জাল বিক্রি, মজুত বা ব্যবহারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রসেন মজুমদার বলেন, মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং দেশীয় মাছের প্রজনন নিশ্চিত করতে নিষিদ্ধ জালের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অবৈধ জাল বিক্রি, মজুত কিংবা ব্যবহারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অপরাধী যতই প্রভাবশালী বা ক্ষমতাধর হোক না কেন, কাউকে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। উজিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আলী সুজা বলেন, মৎস্য সম্পদ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবৈধ জালের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশ

মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা, বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে কোনো অজ্ঞাত যানবাহনের ধাক্কায় ওই নারী আহত হয়ে রাস্তার পাশের গভীর খাদে পড়ে যান। পরে তার মৃত্যু হয়। তবে এ ঘটনায় এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। মরদেহের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। পরিচয় শনাক্ত এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণে পুলিশের সিআইডি টিম কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ। এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাখাওয়াত হোসেন বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করেছে। পরে মরদেহ শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মরদেহের পরিচয় শনাক্ত এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটনে প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

হাসপাতালে এক বিছানায় একাধিক

ভাষ্য, মৌসুমি আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের সংক্রমণ ও অপুষ্টিজনিত জটিলতা বেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে। সদর উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের পূর্ব হকতুল্লাহ গ্রামের মরিয়ম বেগম (২৩) তিন বছর ছয় মাস বয়সী মেয়ে জান্নাতুলকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শ্বাসকষ্ট ও জ্বরে আক্রান্ত মেয়ের চিকিৎসার পাশাপাশি কোলে রয়েছে আট মাস বয়সী আরেক কন্যাশিশু ইয়ানুর। মরিয়ম বলেন, 'মেয়েটার শ্বাসকষ্ট খুব বেড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার দেখাতে হাসপাতালে এনেছি। কিন্তু এখানে এসে রোগী যে, একটি বিছানায় তিনজন শিশুকে রাখা হয়েছে। ছোট বাচ্চা নিয়ে খুব কষ্টে আছি।' একইভাবে কালিকাপুর ইউনিয়নের বহালগাছিয়া এলাকা থেকে এক বছর সাত মাস বয়সী শাহিদাকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন তার স্বজনরা। শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত শিশুটির চিকিৎসা চলছে অন্য শিশুদের সঙ্গে একই শয্যায়। জৈনকাঠি ইউনিয়নের মোহাকাঠি গ্রামের শাহীন বয়াতি (২৭) ও শাম্ভা আক্তার (২০) তাদের দুই মাস বয়সী একমাত্র ছেলে জিসানকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে। ওয়ার্ডের ১০ নম্বর শয্যায় আরও দুই শিশুর সঙ্গে চলছে জিসানের চিকিৎসা। এদিকে রোগীর স্বজনদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এই শিশু ওয়ার্ডে অধিকাংশ রোগীই হাসপাতাল থেকে খাবার পাচ্ছে না। দূর-দূরান্তের রোগীদের অনেকেই বাহির থেকে খাবার কিনতে হচ্ছে। এতে করে তাদের অতিরিক্ত টাকাও ব্যয় হচ্ছে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছেন, ৪০ শয্যার এই শিশু ওয়ার্ডে ৪০ জন রোগীর জন্য খাবার বরাদ্দ রয়েছে। এ কারণে ভর্তিকৃত সকল রোগীদের খাবার সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. অহিদুজ্জামান শামীম বলেন, শিশু ওয়ার্ডে শয্যার তুলনায় প্রায় চার গুণ রোগী ভর্তি রয়েছে। তার ভাষায়,'একটি শয্যায় দুই থেকে তিনজন, কোথাও তারও বেশি শিশু রয়েছে। এতে শিশুরা যেমন স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারছে না, তেমনি তাদের মায়েরাও বসার জায়গা পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে রোগী ও স্বজনদের সন্তুষ্ট করা কঠিন। তারপরও চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, শয্যা ও জনবল বাড়ানো না হলে এমন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠবে। আর সেই চাপের সবচেয়ে বড় বোঝা বইতে হবে অসুস্থ শিশু ও তাদের পরিবারকে। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. দিলরুবা ইয়াসমীন লিজা বলেন, পটুয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের শিশু বিভাগে উন্নত চিকিৎসাসেবা পাওয়ায় শুধু জেলার নয়, আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকেও অভিভাবকেরা শিশুদের নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, 'বর্তমানে শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের সংক্রমণ এবং অপুষ্টিজনিত রোগীর সংখ্যা বেশি। অতিরিক্ত রোগীর কারণে একই শয্যায় একাধিক শিশুকে রেখে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে। চিকিৎসক ও নার্সরা সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।'

নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত নজরুল নগর

অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কেউ কেউ ঘর খুলে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছেন, আবার অনেক পরিবার খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। নদী ভাঙনের কারণে শুধু বসতভিটাই নয়, ফসলি জমিও হারিয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা তাদের আবাদি জমি হারিয়ে আর্থিক সংকটে পড়েছেন। অনেকের একমাত্র জীবিকার উৎস ছিল কৃষিকাজ, কিন্তু নদী সেই জমিগুলো গ্রাস করে নেওয়ায় তারা এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ভাঙন রোধে জরুরি ভিত্তিতে জিওব্যাগ ফেলা, টেকসই বাঁধ নির্মাণ এবং নদীশাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা যৌতুক

একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি সন্তান অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে আলমগীর বাউফলে আসেন। সেখানে সন্তানের সঙ্গে কথা বলার সময় আকলিমার লোকজন তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে ঘিরে ফেলেন বলে অভিযোগ করা হয়। পরে জোরপূর্বক দ্বিতীয় দফায় আকলিমার সঙ্গে আলমগীরের বিয়ে দেওয়া হয় বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে ওই বিয়ের কাবিননামা ব্যবহার করে আকলিমা ফের পটুয়াখালী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তবে আদালত শুনানি শেষে মামলাটি খারিজ করে দেন। এরপর মিথ্যা অভিযোগে হয়রানি করার অভিযোগ তুলে আকলিমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেন আলমগীর। বিষয়টি আমলে নিয়ে আদালত সংশ্লিষ্ট আইনে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। ওই মামলায় আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। পরে আদালতের ওই পরোয়ানার ভিত্তিতে পুলিশ আকলিমা বেগমকে গ্রেফতার করে। বুধবার দুপুরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম বলেন, আদালতের জারি করা পরোয়ানার ভিত্তিতে আকলিমা বেগমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ কানে কানে বলেছে এই

সরকার পরিবর্তনের কথাও বলেছেন বলে দাবি করেন তিনি। শিক্ষার্থী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে বিরোধী নেতাদের বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির প্রসঙ্গ তুলে রাহুল বলেন, যা করা হচ্ছে, তাতে পুলিশও খুশি নয়। তারাও নিজেদের সন্তানদের কথা ভাবতে পারছে। তিনি আরও বলেন, এটা সত্য যে পুলিশ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু একই সময় তারা আমার কানে ফিসফিস করে বলছিলড়এই সরকারকে সরিয়ে দিন। এর আগে রাহুল গান্ধী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেন। পাশাপাশি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বলপ্রয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের সমালোচনাও করেন। তবে রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্যের বিষয়ে ভারতীয় পুলিশ বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সৌদি আরবকে ঘিরে জল ঘোলা হচ্ছে

ডলারের উন্নত অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন। এই দুই সিদ্ধান্তকে ঘিরে অঞ্চলজুড়ে নতুন ভূরাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। একই সময়ে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের সৌদি সংশ্লিষ্ট জাহাজে হামলার হুমকি, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতি এবং হরমুজ প্রণালি ও লোহিত সাগরকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকা উত্তেজনা মধ্যপ্রাচ্যের সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। বর্তমান পরিস্থিতি কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং এটি ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপ নিচ্ছে, যার প্রভাব বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিশ্ব অর্থনীতিতেও পড়তে পারে। মার্কিন প্রশাসনের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এই প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো সৌদি আরবের বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচির উন্নয়নে সহায়তা করবে। পাশাপাশি যৌথ সমীক্ষার মাধ্যমে দেশটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র স্থাপনের পথও উন্মুক্ত হতে পারে। এ সিদ্ধান্তকে অনেক বিশ্লেষক মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থান আরও শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে দেখছেন। কারণ, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসা ওয়াশিংটন এখন সৌদি আরবকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামোর আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত করতে চাইছে। এর পাশাপাশি প্রায় ১৯৬ কোটি ডলার মূল্যের উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা অস্ত্র বিক্রিরও অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাষ্য, এই চুক্তি সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদার করবে। চুক্তির আওতায় সৌদি আরব সর্বোচ্চ ২০ হাজার অ্যাডভান্সড প্রিসিশন কিল ওয়েপন সিস্টেম (এপিকেডব্লিউএস) এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ারহেড সংগ্রহ করতে পারবে। মার্কিন নৌবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, এই অস্ত্রব্যবস্থা কম খরচে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এবং পার্শ্ববর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনে। সৌদি আরবকে ঘিরে উত্তেজনার মধ্যে নতুন করে আলোচনায় এসেছে পাকিস্তানের সঙ্গে দেশটির কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি। গত বছর স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে বলা হয়েছে, যেকোনো এক দেশের ওপর আগ্রাসনকে উভয় দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এমন পরিস্থিতিতে যদি ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়, তাহলে পাকিস্তানের অবস্থান কী হবে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। যদিও পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘাত বিস্তারের বিরোধিতা করেছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সৌদি আরবের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি ইসলামাবাদের পূর্ণ সমর্থন অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠীর সৌদি আরব ও লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজের বিরুদ্ধে দেওয়া হুমকিরও নিন্দা জানিয়েছে পাকিস্তান। প্রায় আট দশকের পাকিস্তান-সৌদি সম্পর্ক এখন নতুন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামরিক প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা সহযোগিতা, যৌথ মহড়া এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হতে পারে।

পায়রা বন্দরের আবাসিক ভবন

তিন হাজার ফুট দৈর্ঘ্যের এ সীমানাপ্রাচীরটি নির্মাণ করে। বন্দর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। তবে ভারী বৃষ্টিতে মাটি সরে গিয়ে সীমানাদেয়ালে ধসের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে পায়রা সমুদ্রবন্দরের ডেপুটি ডিরেক্টর মো. আজিজুর রহমান জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রকৌশল বিভাগের নজরে এসেছে এবং তারা এটি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে। অতিবৃষ্টির কারণে দেয়ালের নিচের মাটি সরে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বর্ষা কমলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত এটি সংস্কার করা হবে।

জোয়ারের তোড়ে ভেসে গেল অর্ধশতাধিক

অর্ধশতাধিক মহিষ ও গবাদিপশুর এখনো খোঁজ মেলেনি। চরে থাকা একজন খামারি জানান, জোয়ারের পানিতে গোয়ালঘর, কিল্লা ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পানিতে তলিয়ে গেছে। মহিষ ও গবাদিপশু স্রোতের পানিতে ভেসে গেছে। নিখোঁজ মহিষ জীবিত আছে নাকি ডাকাতের কবলে পড়েছে, এটা আমরা এখনো নিশ্চিত নই। ক্ষতিগ্রস্ত মহিষের মালিকদের মধ্যে দৌলতখান পৌর বিএনপির সহসভাপতি বশির কমিশনার, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাবুল (কমিশনার), হাজী আকবর, ইসমাইল এবং মোশাররফ মেম্বারসহ আরও অনেকেই রয়েছেন। মহিষের মালিক জাকির হোসেন বাবুল জানান, জোয়ারের পানিতে কিল্লা তলিয়ে যাওয়ার পর মহিষ ভেসে গেছে। তিন দিন খোঁজ করার পরও কোথায় সন্ধান মেলেনি। এ বিষয়ে আমরা গত ২০ জুলাই সোমবার দৌলতখান থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছি এবং প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি। খামারিরা জানান, চরে মহিষ ও গবাদিপশু পালন করে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি। একই সঙ্গে এতগুলো মহিষ হারিয়ে আমরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। দৌলতখান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'মহিষ নিখোঁজের ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন থানায় জানিয়েছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।'

পিরোজপুরে ফ্রি ফায়ার

আহত রাকিব কাজীর অভিযোগ, বিকেলে ঘটে যাওয়া ঘটনার জের ধরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাতুল মোল্লা, তার বাবা মানিক মোল্লা, মা ও চাচাতো ভাই বাপ্পি মোল্লা তাকে মারধর করতে আসেন। একপর্যায়ে রাতুল তাকে মারধর করেন এবং মানিক মোল্লা ছুরি দিয়ে তার পেটে আঘাত করেন। এ সময় প্রতিহত করতে গেলে তার হাতেও মারাত্মক আঘাত লাগে এবং তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। রাতুল মোল্লার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে অন্য এক ব্যক্তি কল রিসিভ করে জানান, রাতুল ফোনের কাছে নেই। জিয়ানগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত চিকিৎসক আকাশ সাহা জানান, রাকিবের পেটের ক্ষতের গভীরতা অনেক বেশি এবং আঘাতটি গুরুতর। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জিয়ানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোহাব্বত খান জানান, ঘটনাটি জানার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঠবাড়িয়ায় রাজমিস্ত্রির

বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সংকট ও পারিবারিক টানাপোড়েনের কারণে তিনি মানসিক চাপে ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হলেও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহতের স্ত্রী সখি বেগম জানান, রাজমিস্ত্রির কাজ করে ওবায়দুর কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে তিনি অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিবারে অশান্তি চলছিল। তার ভাষ্য, ওই মানসিক চাপের কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি ধারণা করছেন। মঠবাড়িয়া থানার ওসি (তদন্ত) শেখ হেলাল উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাউফল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নার্গিস আক্তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। চারা বিতরণ শেষে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাড়ি ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছ রোপণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

স্টোর রুমে নিয়ে শিক্ষার্থীকে

বুধবার (২২ জুলাই) ভুক্তভোগী শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে বোরহানউদ্দিন থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দায়েরের পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন এবং সহযোগিতাকারী সাবেক ওই ইউপি সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। মামলার বাদী ও ভুক্তভোগী শিশুর দাদা অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয় ছুটির পর তৃতীয় তলার স্টোর রুমে নিয়ে নাতনিকে ধর্ষণ করা হয়। এ সময় শিশুটি চিৎকার করলে অভিযুক্ত তার মুখ চেপে ধরে মেরে ফেলার হুমকি দেন। পরে কাউকে কিছু না বলার জন্য শিশুটির হাতে ২০ টাকা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মামলার এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ঘটনার পর বিষয়টি ধামাচাপা দিতে স্থানীয় বিএনপি নেতা ও ইউপি সদস্য বাচ্চু এবং আওয়ামী লীগ নেতা ফিরোজ মেম্বার রাতে ভুক্তভোগীর দাদা-দাদির বাড়িতে গিয়ে সমঝোতার চেষ্টা করেন। এ সময় তারা ১০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে ভুক্তভোগী পরিবার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরদিন সকালে ঘটনার বিষয়ে জানতে ভুক্তভোগীর স্বজনরা বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে প্রশ্ন করলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রধান শিক্ষক তাদের কিল-ঘুষি ও মারধর করেন। পরে বাচ্চু মেম্বার, ফিরোজ মেম্বার ও নূরউদ্দিনের অনুসারীরা ভুক্তভোগী শিশুর মামা, দাদা ও দাদির ওপর হামলা চালিয়ে আহত করেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন বলেন, তিনি কোনো অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত নন। তার দাবি, বিদ্যালয়ের ফিডিং কর্মসূচির খাবার বিতরণকে কেন্দ্র করে বহিরাগত লোকজন বিদ্যালয়ে এসে ক্লাস চলাকালীন তার ওপর হামলা চালিয়েছে। বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত শেষে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝালকাঠিতে অবৈধভাবে বালু

ও সরবরাহের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জরিমানার অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়েছে। মেহেদী হাসান আরও বলেন, পরিবেশ ও নদী রক্ষায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও পরিবহনের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

৪ বছর ধরে বিকল পড়ে আছে হাসপাতালের

অক্সিজেন জেনারেটর প্লান্ট বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে স্থাপন করা হয়। ওই প্লান্টটি স্থাপনের পর বাতাস থেকেই অক্সিজেন সংগ্রহ করে সিলিন্ডারজাত করতো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরে পাইপলাইনের মাধ্যমে ওই অক্সিজেন সরবরাহ করা হতো হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগীদের। এছাড়া ওই প্লান্ট থেকে উৎপাদিত অক্সিজেন সিলিন্ডারের মাধ্যমে বরগুনার বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও সরবরাহ করা হতো। তবে প্লান্টটি স্থাপনের এক বছর পরই বিকল হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে বন্ধ রয়েছে হাসপাতালে বাতাস থেকে অক্সিজেনের উৎপাদন। আর এ কারণেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বাড়তি খরচে ভারত থেকে অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য লিকুইড আমদানি করে চালাতে হয় লিনডে নামক একটি কোম্পানির স্থাপন করা আরেকটি অক্সিজেন প্লান্ট। তবে বাতাসের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরির ওই প্লান্টটি সচল করতে পারলে খরচ কমাসহ হাসপাতালের চাহিদা পূরণ করে আবারও বিভিন্ন উপজেলায় স্থানীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করা যাবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সরেজমিনে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে বাতাসের মাধ্যমে অক্সিজেন জেনারেটর প্লান্ট স্থাপন করা ওই কক্ষটি ঘুরে দেখা যায়, প্লান্টটি বিকল থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে সংরক্ষিত ওই কক্ষের দরজা। তালা খুললে ভেতরে দেখা যায়, অক্সিজেন প্লান্টটির বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ওপর ধুলো-ময়লার স্তূপ তৈরি হয়েছে। সচল না থাকায় মরিচা ধরতে শুরু করেছে যন্ত্রাংশগুলোতে। এছাড়া বর্তমানে ওই প্লান্টটির সঠিক কোনো রক্ষণাবেক্ষণ নেই। ফলে দিনে দিনে সম্পূর্ণ যন্ত্রাংশই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে ভবিষ্যতে অক্সিজেন প্লান্টটি মেরামতের অযোগ্য অথবা মেরামত ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের অফিস সহকারী মো. জালাল আহমেদ ঢাকা পোস্টকে বলেন, করোনার সময় আমাদের ওই অক্সিজেন প্লান্টটি দেওয়া হয়েছে। এরপর দুই বছর চালু ছিল। তখন লিকুইড লিনডে প্লান্টটি বন্ধ করে ওই প্লান্টি চালানো হয়েছে। এবং বিভিন্ন উপজেলায় সিলিন্ডার ভরে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ওই প্লান্টটি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। হাসপাতালের হিসাবরক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম ঢাকা পোস্টকে বলেন, আমাদের একটি লিকুইড অক্সিজেন প্লান্ট আছে। সেখানে কোম্পানি থেকে লিকুইড দিয়ে যায়। এর জন্য প্রতি মাসে আমাদের সিলিন্ডার ভাড়া দিতে হয় ২৫ হাজার টাকা। তাতে যদি কোনো মাসে লিকুইড না-ও আনতে হয় তারপরও ওই ভাড়া দিতে হয়। আর প্রতিবার লিকুইডে ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। দেখা যায় কোনো কোনো মাসে দুই থেকে তিনবারও আনতে হয়। এতে আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়। হাসপাতালের প্রধান সহকারী মো. শহিদুল ইসলাম (স্বপন) ঢাকা পোস্টকে বলেন, মিশর কর্তৃক যে অক্সিজেন প্লান্ট দিয়েছে তা কিছুদিন চলার পরে বন্ধ হয়ে গেছে। ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছি। তারা যদি এই প্লান্টটি চালুর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে আবারও পুনরায় চালু হবে। বাতাসের মাধ্যমে তৈরি করা অক্সিজেন জেনারেটর প্লান্টটি সচল করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বরগুনার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. রেজওয়ানুর আলম ঢাকা পোস্টকে বলেন, বাতাস দিয়ে অক্সিজেন তৈরির প্লান্টটি বর্তমানে বন্ধ আছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কয়েকবার চিঠি চালাচালি করেছি। এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে আশা করি খুব দ্রুতই প্লান্টটি সচল করতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দেশে নতুন ১২ মাদক

তবে আফিম সেভাবে ব্যবহার না হলেও গাঁজা এখনও তার স্থান দখল করে রেখেছে। হেরোইন অনেক আগে থেকে কমবেশি এ দেশে মাদকসেবীদের কাছে ব্যবহার হয়ে এলেও মূলত আশির দশকে এটি বেশি বিস্তৃত হয়। হেরোইন ভারত ও মিয়ানমার থেকে আসে। একই সময় ভারত থেকে সীমান্তপথে ফেনসিডিলের চালানও আসা শুরু করে। তবে ব্যাপক আকারে ফেনসিডিল সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায় নব্বই দশকে। এর আগে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মাদকাসক্তদের কাছে জনপ্রিয় মাদক হিসেবে পরিচিত ছিল হেরোইন। ১৯৯০ সালের পর মাদকসেবীদের কাছে ফেনসিডিল জনপ্রিয়তা পাওয়ায় হেরোইনের চাহিদা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ফেনসিডিল ছাড়াও নব্বই দশকে আসে ইনজেকটিং ড্রাগ বুপ্রেনরফিন। এটিও আসে ভারত থেকে। একুশ শতকের শুরুর দিকে মিয়ানমার থেকে ইয়াবা আসা শুরু করে। ২০০৭ সালের পর থেকেই এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন কমতে থাকে ফেনসিডিল ও হেরোইনের চাহিদা। এখনও এর ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ২০১০ সালের দিকে মিয়ানমার থেকে আইস (ক্রিস্টাল মেথ) আসা শুরু করলেও তখন সেভাবে বাজার ধরতে পারেনি। এই মাদক প্রথম জব্দ হয় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ২০২০ সাল থেকে এর ব্যবহার বাড়তে থাকে। 'চল যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে' স্লোগান নিয়ে ২০১৮ সালের ৪ মে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান শুরু করেছিল তৎকালীন সরকার। সে অভিযানের মধ্যেই দেশে নতুন মাদক ঢোকে। ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২ ধরনের নতুন মাদক এসেছে। এর মধ্যে এমডিএমবি মাদক খাত, আইস, এলএসডি (লাইসার্জিক এসিড ডাইথ্যালামাইড), এমডিএমএ (মেথিলিন ডাই-অক্সি মেথা অ্যামফিটামিন), ডাইমেথাইলট্রিপটামিন (ডিএমটি), ডাইমেথক্সিব্রোমো অ্যামফিটামিন (ডিওবি), ম্যাজিক মাশরুম, কিটামিন, কুশ, ট্যাপেন্টাডল এবং ট্রামাডলের মতো মাদকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে নানা পথে। এসব নতুন মাদক ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে ডাকযোগে বিমানে পার্সেল হিসেবে আসে। এ ছাড়া ২০২৩ সালে সেপ্টেম্বরে টেকনাফে হেরোইন পাওয়া যায় নতুন আঙ্গিকে। চ্যাপ্টা চারকোনা জমাট বাঁধা বস্তুটি টেকনাফ থেকে উদ্ধার করে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) কর্মকর্তারা জানতে পেরেছিলেন, সেটি হেরোইন। পাউডার হেরোইনের চেয়ে অন্তত ১০ গুণ ক্ষমতাসম্পন্ন জমাট বাঁধা হেরোইন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো মেলে ব্ল্যাক কোকেন নামে নতুন মাদক। ফরিদপুর জেলা থেকে উদ্ধার হওয়া পেনসিলের শিসের মতো কালো টুকরো ওই বস্তু রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নেওয়ার পর জানা গিয়েছিলে, সেটি ব্ল্যাক কোকেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১৫ মে থেকে ২০২০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযানে কথিত বন্দুকযুদ্ধে সারাদেশে ৫৩৫ জন নিহত হয়েছেন। আত্মসমর্পণের সুযোগ পান ১২৩ মাদক কারবারি। এর পরও মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. উমর ফারুক বলেন, 'মাদক চোরাচালানের ক্ষেত্রে সীমান্ত নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান। কারণ সীমান্ত দিয়েই মাদক অনুপ্রবেশ করে। সীমান্তে মাদক অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সব সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মাদক প্রতিরোধে সব সংস্থার সমন্বয়ে আলাদা ইউনিট গঠন করতে হবে, যারা মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে। রাষ্ট্র যদি আন্তরিকভাবে চায়, তাহলে মাদক প্রতিরোধ করা সম্ভব।' তিনি আরও বলেন, বৈদেশিক যে সম্পর্কগুলো রয়েছে, সেখানে কূটনৈতিক পর্যায়ে মাদক পাচার বন্ধে সংলাপের উদ্যোগ নিতে হবে। কেন এক মাদক ছেড়ে নতুন মাদকে আকর্ষণ- সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এক মাদক থেকে আরেক মাদকে হাত বাড়ানোর পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। তবে প্রধান কারণ, একই মাদক দীর্ঘদিন সেবনে শরীর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আগে যে ডোজে নেশা হতো, তা আর হয় না। তখন তারা আরও শক্তিশালী মাদক খোঁজে। এ ছাড়া সহজলভ্যতা, মূল্য, সামাজিক প্রভাব ও ট্রেন্ড থেকেও নতুন মাদকে ঝোঁকে আসক্তরা। তরুণদের মধ্যে আড্ডা, পার্টিতে যখন কোনো নতুন মাদক 'জনপ্রিয়' হয়, সেটার দিকে ঝুঁকে পড়ে অন্যরাও। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চাপেও সেবনপ্রবণতা বদলায়। কারণ কারবারিরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিতে নতুন মাদকের আবির্ভাব ঘটায়। এ ছাড়া একই মাদকের কারবার করলে মুনাফার পরিমাণ কমে আসে। যে কারণে নতুন মাদক বাজারজাত করলে মুনাফা বেশি পাওয়া যায়। মাদকের বাজারও সে অনুযায়ী রূপ বদলায়। এর প্রভাব পড়ে তরুণ সমাজ ও সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর। ভেপ ও ই-সিগারেটের মাধ্যমে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন মাদক 'এমডিএমবি'। দেশে প্রথমবারের মতো গত ডিসেম্বরে এই মাদক পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। এই মাদক আসে মালয়েশিয়া থেকে। আশির দশকে হেরোইনের বাজার- দেশে হেরোইনের অনুপ্রবেশ ঘটে আশির দশকে। তবে গাঁজা নিষিদ্ধ হওয়ার পর একচেটিয়া মাদকের বাজার দখল করে নেয় ঘুম-অবসাদ (নিস্তেজ) উৎপাদনকারী মাদক হেরোইন। ১৯৮৪ সালে পাবনায় প্রথম হেরোইন ধরা পড়েছিল। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পুরোদমে রাজত্ব করেছে হেরোইন। ফেনসিডিল এলেও হেরোইনের চাহিদা প্রথম দিকে তেমন কমেনি। কারণ হেরোইনের আসক্তি খুব বেশি। অনেকে হেরোইন ও ফেনসিডিল অদলবদল করে খেত। এ দুই মাদক আফিম উদ্ভূত মাদকদ্রব্য এবং নিস্তেজকারক মাদক। ইয়াবা আসার পর হেরোইন, ফেনসিডিলের চাহিদা কমতে থাকে। হেরোইন ও ফেনসিডিল এখনও রয়েছে। গাঁজার চাহিদাও সমানতালে। যশোরের বেনাপোল, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে আসছে ফেনসিডিল। উদ্ধারের পরও জানা নেই সেটি ইয়াবা- ২০০২ সালের ডিসেম্বরে রাজধানীর নিকেতনে ছোট ট্যাবলেট জব্দ হয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হাতে। ট্যাবলেটের গায়ে ডব্লিউওয়াই লেখা ছিল। অন্য মাদকের সঙ্গে থাকার কারণে মাদক সন্দেহে ১২০ ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। দুদিন পর বনশ্রী থেকে ডব্লিউওয়াই লেখা আরও ৪০২ ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। তখনও ডিএনসির কর্মকর্তারা জানতেন না, এটি ইয়াবা। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নিয়ে তারা জানতে পারেন, এগুলো ইয়াবা। তবে ২০০৫ সালের পর থেকে ইয়াবার অপব্যবহার বেড়েছে। আকারে ছোট, বহনে সুবিধা, দাম হাতের নাগালে হওয়ায় মাদকসেবীদের কাছে এটি এখনও 'জনপ্রিয়'। এই উত্তেজক মাদক মিয়ানমার থেকে আসছে সমুদ্রপথে। ইয়াবা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ একটা দৃষ্টান্ত হবে। ২০১৮ সালের আগস্টে দেশে নতুন মাদক 'খাত' আসে আকাশপথে। গ্রিন টির নামে নিউ সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্টেনসেস-এনপিএস বা খাত নামে মাদক আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়া থেকে দেশে আনে কারবারিরা। এটি চায়ের পাতার মতো দেখতে। ডিএনসি খাতের সেই চালান জব্দ করে। আইসের অপব্যবহার বাড়ছে - আইস আলোচনায় আসে ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। এদিন জিগাতলায় একটি ল্যাবের সন্ধান পান ডিএনসি কর্মকর্তারা। সেখান থেকে ৮ গ্রাম আইস জব্দ করা হয়। এটি অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাদক। ২০২১ সাল থেকে আইসের অপব্যবহার বেড়েছে। ডিএনসি, পুলিশ, র?্যাব, কোস্টগার্ড ও বিজিবি যেসব মাদক সাম্প্রতিক বছরগুলোয় উদ্ধার করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ইয়াবার পর আইস উদ্ধারের সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে। আইসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর চালান বেশি আসছে মিয়ানমার থেকে। ২০২১ সালে প্রায় ৩৭ কেজি আইস জব্দ হয়। পরের বছর জব্দ হয় তিন গুণ; ১১৩ কেজি। ২০২৩ সালে আরও বেড়ে যায়। এ বছরে ১৮৬ কেজি ৬৩২ গ্রাম আইস জব্দ করা হয়। গত বছর জব্দের পরিমাণ ১১২ কেজি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলছেন, কোনো মাদকের চাহিদা বেশি হলে সরবরাহ বাড়ে। সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে ধরাও পড়বে বেশি। আইসের ক্ষেত্রে তাই ঘটছে। এটি অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মাদক। এ কারণে অনেকে ইয়াবা ছেড়ে আইসের দিকে ঝুঁকছে। সিনথেটিক ড্রাগ এমডিএমএ প্রথম উদ্ধার হয় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। জিগাতলায় এমডিএমএ জব্দ করেছিল ডিএনসি। এখনও এ মাদক পাওয়া যাচ্ছে। এলএসডি নামের মাদকের ব্যবহার দেশে কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা কারও জানা নেই। তবে ২০১৯ সালের ১৫ জুলাই মহাখালী ডিওএইচএসের একটি বাসা থেকে এলএসডির ২৫টি স্ট্রিপ ও তরল এলএসডি উদ্ধারের পর এ মাদক সামনে আসে। তেলের বোতলে কানাডা থেকে তরল এলএসডি ও ডাকটিকিটের মতো দেখতে এলএসডি স্ট্রিপ আনা হয়েছিল। ডিএমটি ও ডিওবি যেভাবে পাওয়া গেল- ২০২১ সালের জুনে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে প্রথম ডিএমটি জব্দ করা হয়। তখন র?্যাব ৬০০ মিলিগ্রাম উদ্ধার করে। এটা সেবনে হ্যালুসিনেশন হয়। ডিওবি নতুন মাদক হিসেবে সামনে আসে ২০২১ সালের নভেম্বরে। তখন ডিওবিসহ খুলনায় দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে ডিএনসি। ডার্ক ওয়েবে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রেপ্তার আসিফ আহমেদ পোল্যান্ড থেকে আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ২০০ ব্লট ডিওবি এনেছিলেন। ৯০টি ব্লট বিক্রির পর ধরা পড়েন তিনি। কিটামিন, ম্যাজিক মাশরুম ও কুশ- সাদা পাউডার আকারের কিটামিন প্রথম ধরা পড়ে ২০১১ সালে। পরে সেভাবে কিটামিন আর সামনে আসেনি। সম্প্রতি নতুন করে কিটামিন আসতে শুরু করেছে। বাংলাদেশকে ব্যবহার করে ইতালি ও স্পেনে কিটামিন পাচার করছে কারবারিরা। 'ম্যাজিক মাশরুম' বা সাইলোসাইবিন মাশরুম নামে মাদকের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় এ দেশে ২০২১ সালের ৭ জুলাই। ২০২২ সালের আগস্টের শুরুর দিকে নতুন মাদক হিসেবে কুশের নাম জানা যায়। এটি সিনথেটিক গাঁজা। বাংলাদেশের প্রচলিত গাঁজা থেকে অন্তত ১০০ গুণ শক্তিশালী। আমেরিকা থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে আসে এই কুশ। ব্যথানাশক ট্যাবলেট মাদক- দেশে তৈরি ট্যাপেন্টাডল ও ট্রামাডল ব্যথানাশক ওষুধ। দেশে বৈধভাবেই তৈরি হতো এ ট্যাবলেট। তবে এটি মাদক হিসেবে ব্যবহার শুরু হওয়ায় সেটি নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর মাদক কারবারিরা ভারত থেকে সীমান্তপথে ট্যাপেন্টাডল ও ট্রামাডল নিয়ে আসছে। ট্রামাডল গত আগস্টে এবং ট্যাপেন্টাডল ২০১৯ সালে ডিএনসির হাতে প্রথম ধরা পড়ে। সুফলের কোটা শূন্য- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মাদক চোরাচালান ও অপব্যবহার প্রতিরোধে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় উভয় দেশের নোডাল এজেন্সির মহাপরিচালক পর্যায়ে এ পর্যন্ত সাতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ঢাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত সভায় তথ্য বিনিময় ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে উভয় দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়মূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ পঞ্চম সভাটি ২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অনলাইনে হয়। পার্শ্ববর্তী দুই দেশের সঙ্গে মাদক বন্ধে এসব আলোচনায় তেমন সুফল আসেনি। ফলে এখনও আসছে বিভিন্ন ধরনের মাদক। যা বলছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ- ডিএনসির মহাপরিচালক মো. হাসান মারুফ বলেন, দেশে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে ইয়াবা ও অন্যান্য সিনথেটিক উত্তেজক মাদক। কারণ, কম দামে পাওয়া যায়। বহন ও লুকানো সহজ। দ্রুত আসক্তি তৈরি করে। শহর ও মফস্বলু দুই জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছে এই মাদক। তিনি আরও বলেন, গত আট বছরে শনাক্ত ১২টি নতুন মাদকের অধিকাংশই সিনথেটিক। মানুষের নতুন মাদকে ঝুঁকে পড়ার প্রধান কারণ উল্লেখ করে ডিএনসির মহাপরিচালক বলেন, পুরোনো মাদক নিয়ন্ত্রণে এলে সরবরাহ কমে যায়। তখন নতুন বিকল্প তৈরি হয়। ব্যবহারকারীরা সচেতনভাবে নতুন মাদক বেছে নেয় না। সরবরাহকারীরা বাজার ধরে রাখতে নতুন মাদক আনে। আগামী ৫-১০ বছরে দেশে নতুন প্রজন্মের সিনথেটিক ড্রাগ ও অনলাইনভিত্তিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঝুঁকি বলে মনে করেন তিনি। হাসান মারুফ বলেন, ডিএনসিতে সীমিত জনবল। এই জনবল দিয়েই মাদক নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা নজারদারি জোরদার করা হয়েছে। বার ও অন্যান্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক নজরদারি চলছে। ল্যাব সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি আন্তঃসংস্থার সমন্বয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া মাদক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় 'ইউনাইটেড ন্যাশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম'-এর কারিগরি সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিনির্ভর মাদক নেটওয়ার্কের গতির তুলনায় সক্ষমতা বাড়ানো এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পুলিশের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশ, র?্যাব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, মাদক কারবারিদের তালিকা হালনাগাদ এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ জব্দ করার মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাই মাদক সরবরাহ বন্ধের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর চাহিদা কমানো অপরিহার্য।

সৌদি আরবকে ঘিরে জল ঘোলা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে, বিশ্বজুড়ে বাড়ছে উদ্বেগ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাতের মধ্যেই নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে সৌদি আরব। একদিকে রিয়াদের বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সহযোগিতা, অন্যদিকে শত শত কোটি ৩ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ জুলাই ২০২৬ ॥ ০৮ শ্রাবণ ১৪৩৩

পুলিশ কানে কানে বলেছে এই সরকারকে সরিয়ে দিন: রাহুল গান্ধী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ভারতের বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপে পুলিশ সদস্যরাও সন্তুষ্ট নন। এমনকি বিক্ষোভের সময় তাকে আটক করা পুলিশ সদস্যদের কেউ কেউ ৩ এর পাতায় দেখুন

৪ বছর ধরে বিকল পড়ে আছে হাসপাতালের অক্সিজেন জেনারেটর প্লান্ট

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে গত চার বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে বাতাসের মাধ্যমে তৈরি করা একটি অক্সিজেন জেনারেটর প্লান্ট। ফলে ভারত থেকে লিকুইড আমদানি করে অন্য একটি প্লান্টের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের। এতে প্রতি মাসে অক্সিজেনের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিকুইড কিনতে অতিরিক্ত খরচ হয় প্রায় পাঁচ লাখ টাকারও বেশি। তবে বাতাসের মাধ্যমে তৈরি ওই জেনারেটর প্লান্টটি সচল করতে উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত কোনো সুরাহা মেলেনি বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. রেজওয়ানুর আলম। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, করোনা মহামারীর সময় ২০২১ সালে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) প্রচেষ্টায় উপহার হিসেবে মিশর থেকে আনা বাতাসের মাধ্যমে তৈরি করা একটি ৩ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা যৌতুক মামলা, কারাগারে স্ত্রী

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফলে স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা যৌতুক ও নির্যাতনের মামলা দায়েরের অভিযোগে আকলিমা বেগম (৪০) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (২২ জুলাই) দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, আকলিমা বেগমের স্বামী আলমগীর হোসেন দুমকি উপজেলার বাসিন্দা। প্রায় দুই বছর আগে আলমগীরের বিরুদ্ধে যৌতুক ও নির্যাতনের অভিযোগে মামলা করেন আকলিমা। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। একই সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদও ঘটে। এরপর আকলিমা তাদের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বাউফল পৌর শহরের ৩ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালে এক বিছানায় একাধিক রোগী, মেঝেতেও চিকিৎসা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে এখন প্রতিটি শয্যা যেন একটি ছোট ওয়ার্ড। ৪০ শয্যার এই ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে ১৭৬ শিশু। ফলে কোথাও একই বিছানায় দুই, তিন, এমনকি চারজন শিশুকে রেখে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে। যাদের জন্য বিছানাও মেলেনি, তাদের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে হাসপাতালের মেঝেতে। হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ড ঘুরে দেখা যায়, রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। বিছানার চারপাশে স্বজনদের ভিড়, কোলে অসুস্থ শিশু, কোথাও আবার স্যালাইন ঝুলছে শুয়ে থাকা রোগীর পাশে। প্রতিদিনই এই ওয়ার্ডে শিশুদের চাপ বাড়ছে বলে চিকিৎসকদের হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে। ৩ এর পাতায় দেখুন

নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত নজরুল নগর ইউনিয়ন, সমাধানের দাবি এলাকাবাসীর

চরফ্যাশন প্রতিনিধি

ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার নজরুল নগর ইউনিয়নে নদী ভাঙন দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীর তীব্র স্রোতে ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার বসতভিটা, কৃষিজমি, রাস্তাঘাট এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বছরের পর বছর ধরে নদী ভাঙন চললেও স্থায়ী কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। অনেক পরিবার ইতোমধ্যে তাদের বাড়িঘর হারিয়ে ৩ এর পাতায় দেখুন

জোয়ারের তোড়ে ভেসে গেল অর্ধশতাধিক মহিষ, ৫ দিনেও মেলেনি খোঁজ

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার দৌলতখানে গত ৫ দিনেও খোঁজ মেলেনি অর্ধশতাধিক মহিষের। জোয়ারের পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন চরাঞ্চল থেকে এসব মহিষ ভেসে যায়। এতে খামারি ও মালিকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এ ঘটনায় মহিষের মালিকেরা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। জানা গেছে, গত শুক্রবার (১৭ জুলাই) গভীর রাতে অস্বাভাবিকভাবে জোয়ারের পানি বেড়ে যাওয়ায় দৌলতখান উপজেলার চর বৈরাগী, মেদুয়া, মদনপুর, চর হাজারি, হাজীপুর চরসহ কয়েকটি চরাঞ্চলের কিল্লা পানিতে তলিয়ে যায়। এতে বাতানে থাকা অর্ধশতাধিক মহিষ ও বিভিন্ন গবাদিপশু স্রোতের পানিতে বিভিন্ন দিকে ভেসে যায়। এর মধ্যে ৩ এর পাতায় দেখুন

স্টোর রুমে নিয়ে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ, প্রধানশিক্ষক গ্রেপ্তার

বোরহানউদ্দিন প্রতিনিধি

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় হাসাননগর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়া ও অপরাধে সহযোগিতার অভিযোগে এক সাবেক ইউপি সদস্যকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ জুলাই বিদ্যালয় ছুটির পর প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন শিশুটিকে ভবনের তৃতীয় তলার স্টোর রুমে নিয়ে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় ৩ এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, চার বাল্কহেডের মালিককে জরিমানা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠিতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও সরবরাহের অভিযোগে চারটি বাল্কহেডের মালিককে মোট দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। জরিমানার অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে। আজ বুধবার (২২ জুলাই) সকাল ১১টার দিকে ঝালকাঠি সদর উপজেলার মানপাশা টেম্পো স্ট্যান্ড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম মেহেদী হাসান। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও সরবরাহের দায়ে চারটি বাল্কহেডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে বালু ব্যবসায়ী হানিফের দুটি, রহিমের একটি এবং তুহিনের একটি বাল্কহেড রয়েছে। চার মালিককে মোট দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম মেহেদী হাসান বলেন, জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় পরিচালিত এ অভিযানে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ৩ এর পাতায় দেখুন

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত নারীর মরদেহ উদ্ধার

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু এলাকায় এক অজ্ঞাত নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (২২ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে স্থানীয়দের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে বরিশাল মেট্রোপলিটনের এয়ারপোর্ট থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া নারীর বয়স আনুমানিক ৫০ বছরের বেশি। তাকে গত কয়েকদিন ধরে মহাসড়কের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। এলাকাবাসীর ধারণা, তিনি ৩ এর পাতায় দেখুন

অনলাইন জুয়ার নেশায় ঋণগ্রস্ত মঠবাড়িয়ায় রাজমিস্ত্রির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি

অনলাইন জুয়ার নেশায় ঋণগ্রস্ত, মঠবাড়িয়ায় রাজমিস্ত্রির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারপিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় ওবায়দুর রহমান সুমন (৩০) নামে এক রাজমিস্ত্রির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি,

অনলাইন জুয়ায় অর্থ হারিয়ে ঋণের চাপে দীর্ঘদিন মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলেন তিনি। বুধবার (২২ জুলাই) সকালে পৌর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের স্লুইসগেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত ওবায়দুর রহমান সুমন বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার ময়েন প্রামাণিকের ছেলে। তিনি প্রায় পাঁচ বছর ধরে পরিবারসহ মঠবাড়িয়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। স্থানীয় ৩ এর পাতায় দেখুন

পিরোজপুরে ফ্রি ফায়ার খেলাকে কেন্দ্র করে যুবককে ছুরিকাঘাত

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরের জিয়ানগর (ইন্দুরকানি) উপজেলায় মোবাইল ফোনে ফ্রি ফায়ার গেম খেলাকে কেন্দ্র করে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে করে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার (২১ জুলাই) রাতে উপজেলার পত্তাশী ইউনিয়নের কাজীপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহতের নাম রাকিব কাজী (২৫)। প্রথমে জিয়ানগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। রাকিব উপজেলার ২ নম্বর পত্তাশী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের চরনী পত্তাশী গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে কাজীপাড়া এলাকায় একটি দোকানের সামনে রাকিব কাজী, রাতুল মোল্লাসহ কয়েকজন তরুণ একসঙ্গে ফ্রি ফায়ার গেম খেলছিলেন। গেম খেলা নিয়ে একপর্যায়ে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতির সৃষ্টি হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা বিষয়টি মীমাংসা করে দেন। ৩ এর পাতায় দেখুন

পায়রা বন্দরের আবাসিক ভবন এলাকায় দুটি সীমানাদেয়ালে ধস

কলাপাড়া প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা বন্দরের আবাসিক ভবন এলাকার ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের দুটি সীমানাদেয়াল ফের ধসে পড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই এলাকার উত্তর পাশের ছয়আনি খালের মধ্যে ওই সীমানাদেয়াল দুটি ধসে পড়ে। দেয়াল নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় এমন দুরবস্থা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগে ওই একই এলাকার ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি সীমানাদেয়াল খালের দিকে হেলে পড়ে। এ ছাড়া একই বছরের ৩০ জুন আরও একটি সীমানাদেয়াল ধসে পড়ে এবং তিনটি দেয়াল হেলে পড়ে। তিন বছরের ব্যবধানে ফের দেয়াল ধসে পড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ২০২৩ সালে এবিএম ওয়াটার কোম্পানি নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ এর পাতায় দেখুন

বাউফল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বাউফল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করতে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।বুধবার (২২জুলাই) দুপুর ১ টায় এ গাছের চারা বিতাড়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেন বাউফল পৌর বিএনপির সভাপতি মোঃ হুমায়ুন কবির। এ সময় তিনি বলেন,গাছ লাগান পরিবেবেশ বাঁচান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজ বাংলাদেশ গড়তে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্তত একটি করে গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করা উচিত। কালাইয়া হাট ইজারাদার মোঃরাজিব হোসেন বাবুর অর্থায়নে ৫৬০ জনকে এ গাছের চারা বিতাড়ন করার হয়। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বাউফল সরকারি মাধ্যমিক ৩ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক নেটওয়ার্কিং সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সিভিল সার্জন ডাঃ ডাঃ এস. এম. মনজুর-এ-এলাহী -কীর্তনখোলা

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, বাউফল, আমতলী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

আমতলীতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা

আমতলী প্রতিনিধি

আমতলীতে শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ ও স্কুল ঝরে পড়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভাবরগুনার আমতলীতে শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ, অপুষ্টি, ক্ষুধা, স্কুল থেকে শিশুদের ঝরে পড়া প্রতিরোধ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম পুলিশদের অংশগ্রহণে এক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২২ জুলাই) সকাল ১১টায় আমতলী থানার হলরুমে আমতলী এডিপি, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এবং ন্যাশনাল সার্ভিস সোসাইটি (এনএসএস)-এর যৌথ উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়।

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার:
এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য:
০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার:
মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ
কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য:
০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে
ঈশিতা কম্পিউটার
All Kinds Of Computer Solution.
Accessories Selling, Training
& Digital Photography
উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com